এসএসএস

এসএসএস বুলেটিন

বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ • ১৯ সংখ্যা • ৪ জুলাই-ডিসেম্বর • ২০২৪

বন্যার্ত মানুষের পাশে এসএসএস

পুনর্বাসনে বহুমুখী প্রচেষ্টা—কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান, ওষুধ বিতরণ, কৃষি উপকরণ ও শাকসবজির বীজ বিতরণ, বসতবাড়ি মেরামত, টিউব-ওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ ইত্যাদি।

বিষয়-বস্তুর নির্দেশিকা

১. সম্পাদকীয়/পৃষ্ঠা-৩
বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ
উন্নয়নশীল অর্থনীতি প্রেক্ষাপট

২. মূল প্রবন্ধ/পৃষ্ঠা-৪
বন্যার্ত মানুষের পাশে এসএসএস

৩. সংস্থার ঘটনা প্রবাহ/পৃষ্ঠা-১১
- মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন
- স্মার্ট প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা
- শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন
- বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদ্‌যাপন
- প্রশিক্ষণার্থীদের সৌজন্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা
- বিকাশ ও নগদের সাথে এসএসএস-এর চুক্তি স্বাক্ষর
- বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ অনুষ্ঠিত

সম্পাদক
আব্দুল হামিদ ভূইয়া

প্রকাশনায়
এসএসএস
এসএসএস ভবন, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
ফোন: ০২৯৯৭৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১
ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd
Website: www.sss-bangladesh.org

কপিরাইট © এসএসএস
তিথি প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উন্নয়নশীল অর্থনীতি প্রেক্ষাপট

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে বিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। মৌলিক এ-সম্পর্কটি--দারিদ্র্য ত্বরান্বিত করে। উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের গতি থামিয়ে দেয়। উৎপাদন ও জীবনমান হ্রাস পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ উন্নয়নশীলতার গণ্ডি অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। অনুন্নত দেশসমূহ প্রতিটি দুর্যোগে উন্নয়ন বলয় হতে এক-ধাপ পিছিয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঝড় ও তাপপ্রবাহসহ অন্যান্য দুর্যোগের কারণে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ সম্পদ বা উৎপাদন নষ্ট হয়। ৬৩ লক্ষ মানুষের জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে [*তথ্যসূত্র: দ্যা ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স প্রতিবেদন ২০২৫*]।

সকল দুর্যোগের জন্য মানুষের যুক্তিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড দায়ী। বিশেষ করে-পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য মানুষকে নীতিনৈতিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মানুষ সাময়িক সম্পদ অর্জন ও ভোগের নেশায়--বন কেটে উজার করছে। পাহাড়-পর্বত ধ্বংস করে চলছে। নদী-নালা-খাল-বিল ভরাট করছে। নগরায়ন ও শিল্প কারখান প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। দুরান্তপনা পুঁজিবাদ মানুষকে মুনাফা ও অর্থ উপার্জনে মরিয়া করে তুলছে। শিল্প-কারখানায় একাধিক শিফটে কাজ চলছে। ফলে ওজোনস্তর ও পরিবেশ বিধ্বংসী ক্ষতিকারক গ্যাস সর্বাধিক মাত্রায় নিঃসৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও বৈশ্বিক উষ্ণতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত দেশসমূহ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে নীতিহীনভাবে শিল্প-কারখানা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। শিল্প কারখানা একধারে ২৪ ঘণ্টা ও ৩৬৫ দিন খোলা রাখা হচ্ছে। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদিত হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে একশতাংশ ধনী মানুষ ৬৬ শতাংশ দরিদ্র মানুষের সমান কার্বন নির্গত করে [তথ্যসূত্র: গবেষণাপত্র-২৫, অক্সফাম]। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে পৃথিবীতে প্রবেশ করছে বিভিন্ন মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়। উন্নত দেশসমূহ বৈশ্বিক দুর্যোগ ও মহামারি অতি সহজে মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু উন্নয়নশীল ও স্বল্প উন্নত দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে প্রতিটি দুর্যোগ ও মহামারি চরম ঘাত-প্রতিঘাত ও দুর্ভোগের জন্ম দেয়।

অন্যদিকে ভৌগোলিক অবস্থানও দুর্যোগের একটা বড় নিয়ামক। যদিও প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলায় সৃষ্টি হয় সকল দুর্যোগ। বিশষ করে--বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদনদীর উৎস-স্থল হলো: ভারত নতুবা নেপাল। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, টিলার মতো কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ--ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দৃঢ় বাধা হিসেবে দাঁড়াবে। আমাদের অধিকাংশ ভূভাগ--প্লাবন সমভূমির দ্বারা গঠিত। আমাদের দেশের অবস্থান ভারত ও মিয়ানমার প্লেটের (পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিশাল গাভ) সীমানার কাছাকাছি। ফলে, এখানে ভূমিকম্পের প্রবণতাও বেশি। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। আবার এদেশের উপর দিয়ে অনেক নদী-নালা আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করে প্রবাহিত হয়েছে। এরফলে এখানে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, ভূমি ক্ষয় ও ধসের মতো বিপর্যয় ও দুর্যোগ নেমে আসে [*তথ্যসূত্র: আর্থ সায়েন্সেস, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়*]।

বন্যা বা অন্য যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধনী দেশেসমূহের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ ক্ষতির শিকার হয় বেশি। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ৯৫ শতাংশের বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, অনেকবেশি সম্পদও হারাতে হয়। প্রকৃতিক দুর্যোগে উন্নত দেশের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে ক্ষয়ক্ষতি ২০ গুণ বেশি। কেননা, বংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশসমূহে সুনির্মিত ভবন ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য উত্তম কোন পরিকল্পনা থাকে না। বরং এসকল দেশে দুর্যোগোত্তর নেওয়া হয় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা। এজন্য বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ--মহাবিপদ ও ক্ষতি [*তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক দুর্যাগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা*]।

এটা স্বতঃসিদ্ধ--বন্যা ও প্রকৃতিক দুর্যাগ হতে মুক্তি পাওয়ার মতো আমাদের কোন শক্তি নেই। তবে সকল দুর্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতা ও জনসচেতনতা ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস করে। বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি সকল-স্তর হতে দুর্যোগের ধরন, প্রবণতা, নিবিড়তা ও বাস্তবতার উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা উচিত। গবেষণা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী পূর্বসতর্কতা অবলম্বন, জরুরি ফান্ড-গঠন, দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চল হতে জনবসতি স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে বৈদেশিক সকল ফান্ডের আরও দক্ষ ও যথার্থ ব্যবহারের বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শতভাগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালো থাবা হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। এবিষয়ে উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান রইল।

বন্যার্ত মানুষের পাশে এসএসএস

পুনর্বাসনে বহুমুখী প্রচেষ্টা--কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান, ওষুধ বিতরণ, কৃষি উপকরণ ও শাকসবজির বীজ বিতরণ, বসতবাড়ি মেরামত, টিউব-ওয়েল ও ল্যাট্রিন স্থাপন, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ ইত্যাদি।

২১ আগস্ট ২০২৪ আকস্মাৎ বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্যোগ--বন্যা দেখা যায়। ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ অভীমুখে দ্রুত নেমে আসে ঢল। সৃষ্টি হয় ভারী ও টানা বর্ষণ। প্লাবিত হয় দেশের ১১টি জেলা--সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ফেনী, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। একইসঙ্গে এই ভারি বর্ষণ ও অতিবৃষ্টি দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলে প্রভাব ফেলে। এসকল অঞ্চলের পাঁচটি জেলার নিম্নাঞ্চলেও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

স্মরণকালের ভয়াল এ-বন্যায় দেশের ১১টি জেলায় প্রায় ৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬২৯টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৫৪ লাখ মানুষ। ডুবে যায় বসত বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত ও দোকান-পাশার। ভেসে যায় বাড়িঘর, হাঁসমুরগি, গরু-ছাগল, কৃষিফসল। উপচে পড়ে খাল-বিল ও পুকুর। ভেঙ্গে যায় রাস্তা-ঘাট ও সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা। অকার্যকর হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ। পানির অবারিত শ্রোতে ভেসে যায় হাজার হাজার মানুষ ও পশুপাখি। বাড়তে থাকে মৃত্যুর সংখ্যা। সৃষ্টি হয় সীমাহীন দুর্ভোগ ও ভোগান্তি। সর্বস্ব হারিয়ে মানুষের দিন কাটে না-খেয়ে, না-ঘুমিয়ে আর মৃত্যুর শঙ্কায়। চারদিকে অন্ধকার আর আর্তনাদ--এ যেন এক মৃত্যুপুরী। বেশি সমস্যায় পতিত হয়--আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। ডুকরে কাঁদে মানবতা। বাতাসে ভেসে আসে আকুতি-মিনতি। এরূপ পরিস্থিতিতে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয় উদ্যোগ। সঙ্কট মোকাবেলায় বলিষ্ঠ কদমে এগিয়ে আসে বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। উন্নয়ন সংস্থাসমূহ জরুরি ভিত্তিতে চালায়--ত্রাণ ও পুর্নবাসন তৎপরতা।

এসএসএস-এর স্বপ্রবৃত্ত উদ্যোগ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

এসএসএস সূচনা-লগ্ন থেকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত। সংস্থা বিভিন্নমুখী দুর্যোগ ও দুর্দশায় সর্বদাই সাধারণ মানুষের পাশে অবস্থান করে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এবিষয়ে সংস্থার নিয়মিত একটি বিশেষ কর্মসূচি--দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিরন্তরভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আগস্ট ২০২৪-এর আকস্মিক বন্যায় পানিবন্দি হয়ে পড়ে দেশের ১১টি জেলা। এই জেলাসমূহে এসএসএস-এর ১৫৩টি শাখার মধ্যে ১০৭টি শাখা আক্রান্ত হয়। বর্ণিত শাখাসমূহে প্রায় দেড় লক্ষ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বানভাসি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের হৃদয় কেঁদে উঠে। তিনি তাৎক্ষণিক সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাবৃন্দের নিয়ে এক জরুরি সভার আয়োজন করেন। বন্যার্ত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসিত করতে তিনি ত্বরিতগতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বন্যায় প্লাবিত জেলাসমূহ

পুনর্বাসনে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় নেওয়া হয় পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। বন্যা আক্রান্ত সংস্থার উন্নয়ন-সদস্য ও সদস্য বহির্ভূত পরিবারসমূহকে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনতে অবলম্বন করা হয় এক বিশেষ পন্থা ও কলাকৌশল। সমন্বিত এই পদ্ধতি--পুনর্বাসনে রাষ্ট্রীয় তহবিলে অনুদান প্রদান (প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিল), খাদ্য-সমগ্রী ও জীবনধারণের উপকরণ সরবরাহ, চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান, গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, বিনামূল্যে ওষুধ ও খাদ্য প্রদান, অবকাঠামোর উন্নয়ন (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ঘর মেরামত, ওয়াটার ও স্যানিটেশন কাঠামোর উন্নয়ন), কৃষি উপকরণ প্রদান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সতর্কীকরণ, সহজ শর্তে পুঁজি (দুর্যোগ ঋণ) সরবরাহ, পুনর্বাসনে নগদ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান প্রভৃতি অনুসরণ করে।

এসএসএস-এর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিস্তারিত ফিরিস্তি

এসএসএস অন্তর্ভুক্তিমূলক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ছয় কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেয়। নির্ধারিত এই অর্থ বিভিন্ন-স্তরে ব্যয় করা হয়। নিম্নে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ও এবিষয়ে সংস্থার ব্যয় তুলেধরা হলো:

প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে অনুদান প্রদান: সংস্থার পাশাপাশি সংস্থার সকল কর্মী বন্যার্ত পরিবারেসমূহের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। সংস্থার কর্মীবৃন্দ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানে নিবেদিত হয়। তাঁরা একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ--এক কোটি টাকা অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করে। ২৭ আগস্ট ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাবে এ টাকা স্থানান্তর করা হয়।

খাদ্য-সমগ্রী ও জীবনধারণের উপকরণ সরবরাহ: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহে জরুরি ভিত্তিতে দেওয়া হয় ত্রাণসামগ্রী। বরাদ্দ করা হয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১০ হাজার ৫ শ ৮৪টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা। প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হয় ১৩টি উপকরণ (চাল, ডাল, চিড়া, আলু, তেল, খেজুর, লবণ, চিনি, গ্যাস-লাইট, মোমবাতি, ওরস্যালাইন, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট প্রভৃতি) সংযোজিত একটি করে প্যাকেট। ধারণা করা হয় প্রতিটি প্যাকেটের সন্নিবেশিত উপকরণে একটি পরিবার ন্যূনতম সাতদিন জীবন নির্বাহ করতে পারবে। একইসঙ্গে, বন্যাদুর্গত অঞ্চলে ৮ হাজার ৭১টি পরিবারে শিশুখাদ্য সম্বলিত একটি করে প্যাকেট বিতরণ করা হয়। একটি মাদ্রাসার প্রায় ৪০০ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে রান্না-করা খাবার বিতরণ করা হয়।

প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হয় ১৩টি উপকরণ (চাল, ডাল, চিড়া, আলু, তেল, খেজুর, লবণ, চিনি, গ্যাস-লাইট, মোমবাতি, ওরস্যালাইন, গুঁড়া দুধ, বিস্কুট প্রভৃতি) সংযোজিত একটি করে প্যাকেট।

ত্রাণ (খাদ্য-সমগ্রী ও জীবনধারণের উপকরণ প্যাকেটিং) কার্যক্রমে কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম ও সহায়তা প্রদান (এসএসএস ফাউন্ডেশন অফিস, টাঙ্গাইল)

চিকিৎসাসেবা প্রদান: বন্যা কবলিত জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় নেওয়া হয় বিশেষ পদক্ষেপ। বন্যা আক্রান্ত বিভিন্ন জেলায় আয়োজন করা হয়--বিনামূল্যের চিকিৎসা ক্যাম্পের। ক্যাম্পসমূহ হতে মোট ৩৪,৯৭৪ জনকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় প্রয়োজনীয় ওষুধ। এবিষয়ে সংস্থার ব্যয় হয় ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এসএসএস-এর আয়োজিত বিশেষ চিকিৎসা ক্যাম্পের একাংশ

পুনর্বাসনে নগদ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান: বন্যাদুর্গত অঞ্চলে সংস্থার উন্নয়ন সদস্যদের পুনর্বাসনে (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ঘর মেরামত, ওয়াটার, স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে) দেওয়া হয় আর্থিক সহায়তা। পরিবার প্রতি ১,০০০ টাকা করে ২১ হাজার ৮ শ ৯৬টি পরিবারে নগদ ২,১৮,৯৬,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর-বাড়ি মেরামত এবং স্যানিটেশন ও টিউবওয়েল স্থাপন বিষয়ে একটি মাঠ-জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে প্রকৃতভাবে ১০৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার চিহ্নিত হয়। এক্ষেত্রে সংস্থা প্রতিটি পরিবারে ১০,০০০ টাকা করে মোট ১০,৬০,০০০ টাকা নগদ অনুদান হিসেবে বিতরণ করে। সার্বিকভাবে সংস্থা পুনর্বাসনে নগদ অনুদান হিসেবে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয় করে।

বন্যা আক্রান্ত বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত বিনামূল্যর চিকিৎসা ক্যাম্প হতে মোট ৩৪,৯৭৪ জনকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় প্রয়োজনীয় ওষুধ। এবিষয়ে সংস্থার ব্যয় হয় ২২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

সংস্থার উন্নয়ন সদস্যদের পুনর্বাসনে (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ঘর মেরামত, ওয়াটার, স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে) পরিবার প্রতি ১,০০০ টাকা করে ২১ হাজার ৮ শ ৯৬টি পরিবারে নগদ ২,১৮,৯৬,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়।

ঘর-বাড়ি মেরামত এবং স্যানিটেশন ও টিউবওয়েল স্থাপন বিষয়ে ১০৬টি পরিবারে পরিবার প্রতি ১০,০০০ টাকা করে মোট ১০,৬০,০০০ টাকা নগদ অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়।

বন্যায় প্লাবিত অঞ্চলে এসএসএস-এর আয়োজিত গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্পের একাংশ

গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন, বিনামূল্যে ওষুধ ও খাদ্য প্রদান: বন্যায় প্লাবিত অঞ্চলে গবাদিপশুর সুরক্ষা ও উন্নয়নে নেওয়া হয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। সংস্থার প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বন্যাদুর্গত এলাকায় ১০৭টি শাখায় বিনামূল্যে গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করে গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। সরবরাহ করা হয় বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ। এছাড়াও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধের লক্ষে প্রদান করা হয় প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিনেশন ও ট্যাবলেট। বিশেষ করে--আক্রান্ত গরুকে ক্ষুরারোগ, তড়কা রোগ, বাদলা রোগ, লাম্পি স্কিন ডিজিজ ও গলাফুলা রোগের টিকা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট এবং ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর ও গোটপক্স রোগের টিকা এবং কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে পালনকৃত মুরগিকে রাণীক্ষেত ও হাঁসের প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের সচেতন করাসহ প্রদান করা হয় প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

কৃষি উপকরণ প্রদান: বন্যা আক্রান্ত পরিবারসমূহে দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিতরণ করা হয় শাকসবজির (পালংশাক, লালশাক, মুলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, ঢেঁড়স, করলা, শিম ও বেগুন) বীজ। ৩০ হাজার পরিবারে ৪৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার বীজ বিতরণ করা হয়।

সহজশর্তে ঋণ প্রদান: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়ন সদস্যদের আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখতে দেওয়া হয় চাহিদাভিত্তিক ঋণ। এছাড়াও সহজশর্তে দেওয়া হয় টাকা দুর্যোগকালীন (সাহস) ঋণ গ্রহণের সুযোগ। সাহস ঋণ খাতে সংস্থা প্রাথমিকভাবে ৩০ কোটি টাকা প্রদানে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

■ *সংস্থার প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বন্যাদুর্গত এলাকায় ১০৭টি শাখায় বিনামূল্যে গবাদিপশুর চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করে।*

■ *বন্যা আক্রান্ত পরিবারসমূহে দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বিতরণ করা হয় শাকসবজির (পালংশাক, লালশাক, মুলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, ঢেঁড়স, করলা, শিম ও বেগুন) বীজ। ৩০ হাজার পরিবারে ৪৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার বীজ বিতরণ করা হয়।*

■ *বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়ন সদস্যদের আয়বর্ধনশীল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় রাখতে দেওয়া হয় চাহিদাভিত্তিক ঋণ। এছাড়াও সহজশর্তে দেওয়া হয় টাকা দুর্যোগকালীন (সাহস) ঋণ গ্রহণের সুযোগ। সাহস ঋণ খাতে সংস্থা প্রাথমিকভাবে ৩০ কোটি টাকা প্রদানে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।*

ত্রাণ ও পুনর্বাসনে বরাদ্দকৃত অর্থের উৎস

আগস্ট ২০২৪-এর আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত পরিবারসমূহে এসএসএস ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে সংস্থার মোট ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৯ টাকা ব্যয় হয়। ব্যয়কৃত অর্থের উৎস নিম্নে পাইচার্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

নির্দেশিকা:

- এসএসএস-এর কর্মীদের একদিনের বেতন (লাল)
- সংস্থার অনুদান প্রদান .... (নীল)

লাল + নীল = ৫,২৪,৪৪,০৬৯ টাকা

ত্রাণ ও পুনর্বাসনে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার

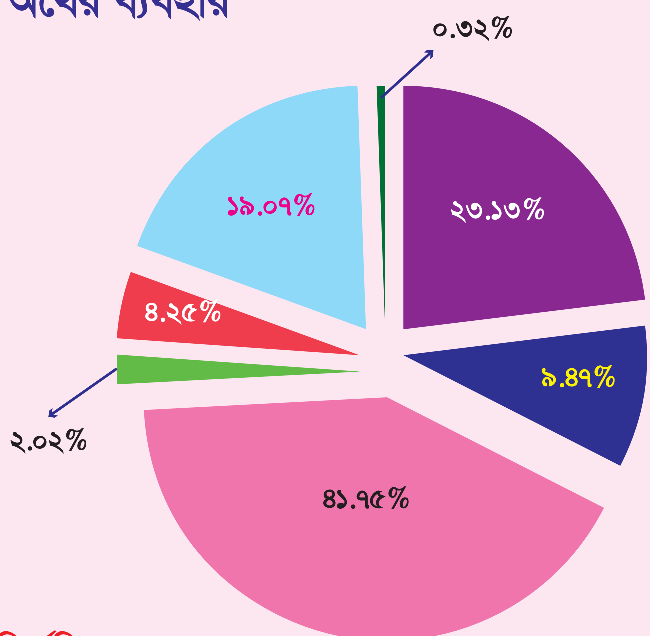

নির্দেশিকা:

- ত্রাণের দ্রব্য সামগ্রী ....
- কৃষি উপকরণ (বীজ) বিতরণ ....
- নগদ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান ....
- বতসবাড়ি ও বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন....
- স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ বিতরণ ....
- প্রধান উপদেষ্টার কল্যাণ ও ত্রাণ তহবিলে প্রদান ....
- প্রশাসনিক ব্যয় ....

মোট ব্যয়:
৫,২৪,৪৪,০৬৯ টাকা

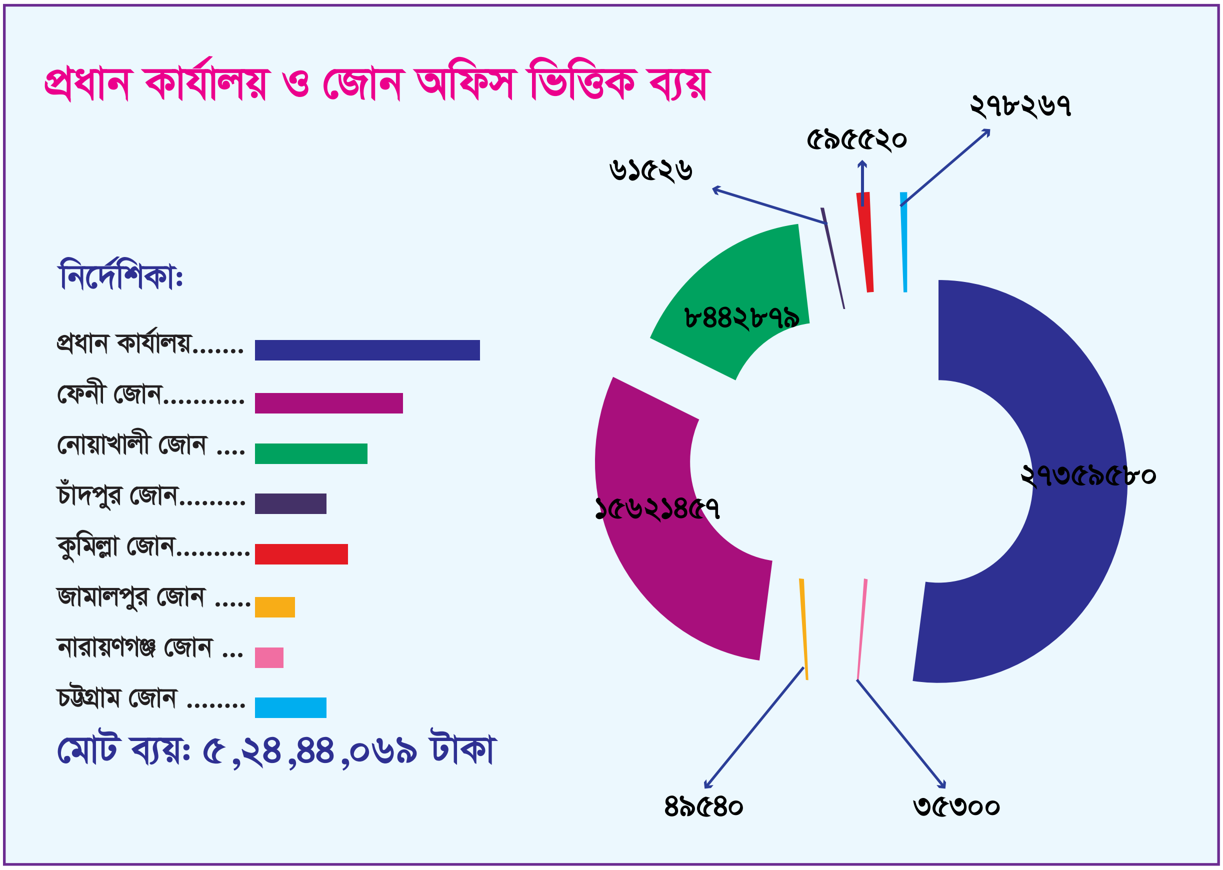

সংস্থার অনুসৃত ত্রাণ ও পুনর্বাসন পদ্ধতি বন্যা আক্রান্ত পরিবারসমূহের জন্য সহায়ক হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এই ধরনের বিপর্যয়সমূহ মোকাবেলা করতে আমাদের অধিকতর সচেতন হতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবকাঠামোর উন্নয়নে সকলের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি বেসরকারি উভয় পর্যায়ে গঠন করতে হবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে জাতীয় তহবিল। সম্প্রসারিত করতে হবে প্রযুক্তিগত সমৃদ্ধির। বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশসমূহ হতে প্রেরিত ক্ষতিপূরণের টাকার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এবিষয়ে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন

৫৪তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে টাঙ্গাইল পৌর উদ্যান শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের পুষ্পস্তবক অর্পণ

এসএসএস ৫৪তম মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে। এসএসএস প্রতিবছর গুরুত্ব সহকারে এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে। টাঙ্গাইলে এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশব্যাপী অন্যান্য অফিসগুলোতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ৮.০০টায় টাঙ্গাইল পৌর উদ্যানে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। এর আগে দিনটিকে উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকাল সাড়ে সাতটায় এসএসএস-এর কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ ফাউন্ডেশন অফিসে উপস্থিত হন। এ সময় ফাউন্ডেশন অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় আয়োজিত ক্রীড়া, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

সকাল ৭.৪৫টায় এসএসএস-এর ব্যানারে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ময়মনসিংহ রোড, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, ভিক্টোরিয়া রোড ও নিরালা মোড় হয়ে পৌর উদ্যানে পৌঁছে। এসএসএস ছাড়াও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধি।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় এসএসএস-এর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোম, এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রভৃতি) আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনবদ্য ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রীড়া, বিতর্ক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অন্যদিকে, ১৬ ডিসেম্বর “মহান বিজয় দিবস-২০২৪” উদ্‌যাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কুইজবাড়িতে অবস্থিত এসএসএস-সোনার বাংলা চিল্ড্রেন হোমের ছেলেমেয়েদের মধ্যাহ্নভোজে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

এসএসএস-এর মাঠ-পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সঙ্গতি রেখে দিনটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া

স্মার্ট প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

Sustainable Microenterprise and Resilience Transformation (SMART) প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত "Promotion of Value Added Pineapple Products for Sustainable Growth and Instituting RECP Practices" বিষয়ক উপ-প্রকল্পের আওতায় একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন কর্মশালাটি ১৬ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ০৯.৩০টায় টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মধুবন কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় এসএসএস-এর এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মীসহ মোট ৬০ জন কর্মী অংশগ্রহণ করে।

Sustainable Microenterprise and Resilience Transformation (SMART) প্রকল্পটি পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় এসএসএস-এর সিনিয়র পরিচালক (ঋণ) ও ফোকাল পার্সন (স্মার্ট) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক (ঋণ) জনাব মো. আবু তাহের, যোনাল ম্যানেজার (টাঙ্গাইল-০১) জনাব মো. নজরুল ইসলাম খান ও যোনাল ম্যানেজার (টাঙ্গাইল-০২) জনাব মো. আব্দুর রহিম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রকল্পের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করেন জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (কৃষি) ও "Promotion of Value Added Pineapple Products for Sustainable Growth and Instituting RECP Practices" উপ-প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব প্রদীপ কুমার সরকার। এ সময় এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগ, সেকশন ও প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Sustainable Microenterprise and Resilience Transformation (SMART) প্রকল্পের অধীনে "Promotion of Value Added Pineapple Products for Sustainable Growth and Instituting RECP Practices" বিষয়ক উপ-প্রকল্পটি ০১ অক্টোবর ২০২৪ হতে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর, ঘাটাইল ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৪৫ মাস (৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত)।

Sustainable Microenterprise and Resilience Transformation (SMART) প্রকল্পের অধীনে "Promotion of Value Added Pineapple Products for Sustainable Growth and Instituting RECP Practices" বিষয়ক উপ-প্রকল্পটি ০১ অক্টোবর ২০২৪ হতে টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর, ঘাটাইল ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৪৫ মাস (৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত)।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভার একাংশ (এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল)

এসএসএস ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে। সারা দেশের ন্যায় এসএসএস-ও এই দিন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হওয়া জাতির শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ দুপুর ১২টায় এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল সদর ১১ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জনাব আব্দুল আলিম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিহিসেবে বক্তৃতা দেন এসএসএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি) জনাব এএইচএম আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. ফজলুল করিম খান। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য চক্রান্তের অংশ হিসেবে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিভিন্ন রাজাকার বাহিনীর সহায়তায় শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতি সন্তানদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। দিনটি স্মরণে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদ্‌যাপন

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এক কিশোরিকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে

এসএসএস-এর উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতি বছর সংস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

এ উপলক্ষে ০৩ অক্টোবর ২০২৪ বিকাল ০৩টায় এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি) জনাব এএইচএম আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএসএস-পৌর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো. ফজলুল করিম খান। এসময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং এসএসএস-এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সূচনা-লগ্নে বক্তব্য দিচ্ছেন

প্রশিক্ষণার্থীদের সৌজন্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

বিগত ৩০ অক্টোবর ২০২৪ সংস্থার প্রশিক্ষণার্থী সহকারী কর্মকর্তা ও শাখা হিসাবরক্ষকদের সৌজন্যে এসএসএস-এর ফাউন্ডেশন অফিস অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর সিনিয়র পরিচালক (ঋণ) জনাব সন্তোষ চন্দ্র পাল, যুগ্ম পরিচালক (নিরীক্ষা) জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, উপ-পরিচালক জনাব স, ম, ইয়াহিয়া-সহ ফাউন্ডেশন অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ও সেকশনের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বলেন, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এসএসএস আজ সফলতার উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। তিনি এ সফলতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সকল কর্মীকে কাজের প্রতি আরও আন্তরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে এসএসএস-সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমের শিক্ষার্থীবৃন্দ-সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসএসএস-সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমের শিক্ষার্থীবৃন্দ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করছেন

এসএসএস-এর সাথে বিকাশ-এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের একাংশ (অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন এসএসএস-এর সিনিয়র পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ) জনাব মাহবুবুল হক ভূইয়া

বিকাশ ও নগদের সাথে এসএসএস-এর চুক্তি স্বাক্ষর

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস) সম্প্রতি বাংলাদেশের দুটি শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ এবং নগদের সাথে লেনদেন বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি সংস্থার গ্রাহকদের জন্য ঋণ পরিশোধ সেবাকে আরও সহজতর ও সুবিধাজনক করবে।

এই চুক্তির ফলে এসএসএস-এর প্রায় ১.১০ মিলিয়ন সুবিধাভোগী পরিবার মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ এবং সঞ্চয় স্কিমের কিস্তি সহজে পরিশোধ করতে পারবে।

এসএসএস বর্তমানে বাংলাদেশের পঞ্চম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৮৬ সাল হতে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি সারাদেশে ৭৩০টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকাশ এবং নগদ-এর সাথে লেনদেন বিষয়ক চুক্তির ফলে সংস্থার ঋণ গ্রহীতা ও সমিতিভুক্ত সদস্যগণ কোন শাখা অফিস পরিদর্শন ছাড়াই ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন।

এই চুক্তির মাধ্যমে এসএসএস ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। পরিষেবাটি এসএসএস ও এর সুবিধাভোগী উভয়ের জন্য খরচ এবং সময়কে সাশ্রায়ী হবে।

> *“এই চুক্তির ফলে এসএসএস-এর প্রায় ১.১০ মিলিয়ন সুবিধাভোগী পরিবার মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ এবং সঞ্চয় স্কিমের কিস্তি সহজে পরিশোধ করতে পারবে।*

> *“বিকাশ এবং নগদ-এর সাথে লেনদেন বিষয়ক চুক্তির ফলে সংস্থার ঋণ গ্রহীতা ও সমিতিভুক্ত সদস্যগণ কোন শাখা অফিস পরিদর্শন ছাড়াই ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি পরিশোধ করতে পারবেন।*

এসএসএস বুলেটিন

এসএসএস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৪-এর একাংশ (বক্তব্য পেশ করছেন এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি জনাব মুর্শেদ আলম সরকার)

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪ অনুষ্ঠিত

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এসএসএস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা হবিগঞ্জের দ্যা প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট-এর সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়।

এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি জনাব মুর্শেদ আলম সরকারের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন এসএসএস-এর কার্যনির্বাহী ও সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ।

সভাপতি মহোদয় এসএসএস-এর সাধারণ পর্ষদের সকল সদস্য, কর্মী ও উন্নয়ন-সদস্যকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেন। এসএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করেন।

সভার শুরুতে উপস্থিত সকলে বিগত বছর এসএসএস-এর পরলোকগত সকল কর্মী ও সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

এরপর সভায় বিগত অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (২০২৩), আর্থিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪), বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২৪-২৫), এসএসএস-এর নতুন অর্গানোগ্রাম প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। উত্থাপিত বিষয়সমূহ সকলের অনুকূল অভিমতে গৃহীত হয়। অন্যদিকে সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ১৭,০৬৮.২২ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়।

এছাড়াও সভায় এসএসএস-এর বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়।

সভাপতি জনাব মুর্শেদ আলম সরকার উপস্থিত সকলকে সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামী দিনগুলোতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় পাশে থেকে এসএসএস-কে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

■ ফোন: ০২৯৯৭-৫২৬৩০, ৫২৬৩১ ■ ফ্যাক্স: ৮৮-০৯২১-৬৩৯৩১ ■ ই-মেইল: ssstgl@btcl.net.bd, ssstgl@yahoo.com ■ Website: www.sss-bangladesh.org